মৌলবাদী নাস্তিক

কাজী ম্যাক

প্রজন্ম
মুক্তচিন্তায় স্বাধীনতা
৪৫ বাংলাবাজার, কম্পিউটার কমপ্লেক্স, ঢাকা-১১০০
মোবাইল: ০১৫৭২ ৪১০ ০১৮
facebook.com/projonmopublication
www.projonmo.pub

মৌলবাদী নাস্তিক

প্রকাশকাল: অক্টোবর ২০২০
প্রচ্ছদ: ওয়াহিদ তুষার

পরিবেশক
আমাদেরবই ডট কম
২য় তলা, ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন: ০১৯৫৪ ০১৪ ৭২০

অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com/projonmo
amaderboi.com/projonmo

প্রজন্ম পাবলিকেশনের পক্ষে আহমদ মুসা ও ওয়াহিদ তুষার কর্তৃক ৪৫ বাংলাবাজার, কম্পিউটার কমপ্লেক্স, ঢাকা-১১০০ থেকে প্রকাশিত; মার্জিন সলিউশন, ৩৪ বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

Moulobadi Nastik by Kazi Mac
Published by Projonmo Publication
Copyright © Kazi Mac
ISBN: 978-984-95065-1-5

সূচিপত্র

➡ ভূমিকা ৫
➡ "মৌলবাদী নাস্তিক" কাকে বলে? ৯
➡ নাস্তিকতাবাদ এবং দার্শনিক প্রকৃতিবাদ ১৩
➡ "সক্রেটিস-প্লেটো-অ্যারিস্টটল"— কি নাস্তিক ছিলেন? ২২
➡ সক্রেটিস, প্লেটো এবং অ্যারিস্টটলের নবী হওয়ার সম্ভাবনা ৪৫
➡ হেলেনেস্টিক ফিলোসোফি এবং নাস্তিক্যবাদ ৪৭
➡ এপিকিউরাস কি শুদ্ধ নাস্তিক ছিলেন? ৫৩
➡ রেনে দেকার্তের দর্শন এবং নাস্তিকতার অবস্থান ৫৭
➡ রিচার্ড ডকিন্স'স গডলেস ডিলিউসন ৭৬
➡ বিজ্ঞান কি সত্যিই ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অপ্রমাণিত করতে পেরেছে? ৮৮
➡ বার্ট্রান্ড রাসেলের "বারবার প্যারাডক্স" ৯৩
➡ ধর্মের অর্থ কি? ১০৩
➡ বিবেক ১০৮
➡ ঈশ্বর কেন "খারাপ বা মন্দ"সৃষ্টি করলেন? ১১২
➡ ইসলামে এবং নারী ১১৬
➡ হজ্ব কি পৌত্তলিক আচার? ১৩০

ভূমিকা

একটু থামুন, বইটি শুরু করার আগে কিছু কথা আপনার জেনে নেওয়া প্রয়োজন। প্রথমেই খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে নাস্তিকতা কী? নাস্তিকতা অর্থ এই নয় যে—হযরত মুহাম্মদ ﷺ কেন মা আয়েশা (রা.)-কে ছয় বছর বয়সে বিয়ে করেছেন। কেনো মুহাম্মদ ﷺ একাধিক বিয়ে করেছেন। কিংবা কেন তিনি জিহাদ করেছেন। এগুলো কোন কিছুই নাস্তিকতার আলোচ্য বিষয় নয়। এসব প্রশ্ন যারা করেন তারা মূলত নাস্তিক নন বরং ইসলাম বিদ্বেষী পশ্চিমা সাম্রাজ্যের পা চাটা গোলাম। আবার এসব প্রশ্নের উত্তর যারা দিচ্ছেন তারাও মূলত নাস্তিক্যবাদের বিরুদ্ধে উত্তর দিচ্ছেন না বরং ইসলামের পক্ষে উত্তর দিচ্ছেন। তারা ইসলামকে সকল প্রকার প্রোপাগাণ্ডা থেকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করছেন। আমরা অধিকাংশই নাস্তিকতার অর্থ এগুলোই বুঝি। তবে মূলত ব্যাপারটা তা নয়। নাস্তিক্যবাদ একটি দর্শন। আর এই দর্শনকে পরাজিত করার মূল মাধ্যম পবিত্র কুরআন নয় বরং দর্শন। যে লোকটা ঈশ্বরের অস্তিত্বেই বিশ্বাস করে না তাকে আপনি কুরআনের বাণী শোনালে লাভ হবে কী? আপনারা যেসব যুক্তি-তর্ক জানেন তা অধিকাংশই নাস্তিক্য দর্শনের বিরুদ্ধে নয়; বরং যা জানেন তা শুধু ইসলাম বিদ্বেষীদের ইসলামকে কটাক্ষ করে করা কিছু প্রশ্নের উত্তর। এই সামান্য জ্ঞান নিয়ে আপনি কখনোই নাস্তিক্যবাদকে পরাজিত করতে পারবেন না। নাস্তিকদের সবচেয়ে শক্তিশালী দিক হলো দর্শন এবং বিজ্ঞান। তারা এমন ভাব করবে আপনার সামনে যেন দর্শন-বিজ্ঞান সবই কেবল একচেটিয়া তাদের। মূলত তা সম্পূর্ণ ভূয়া। কিন্তু

আপনি তা ধরতে পারবেন না কারণ আপনি এসব সম্পর্কে কিছুই জানেন না। তাই নাস্তিকদের পরাজিত করতে হলে আপনাকে অবশ্যই বিজ্ঞান এবং দর্শনের উপর যথেষ্ট জ্ঞানার্জন করতে হবে।

এই বইটি হতে পারে আপনার জন্য সেই জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশের প্রাথমিক বই। বইটি দুইটি অংশে সাজানো হয়েছে। প্রথম অংশে আমি বিজ্ঞান এবং দর্শনগত দিক থেকে নাস্তিক্যবাদকে ডিফেন্ড বা অসার প্রমাণ করেছি। দেখিয়েছি কীভাবে নাস্তিকরা দার্শনিকদের বাণীর অপব্যাখ্যা দিয়ে তাদের নাস্তিক রূপে আমাদের সামনে তুলে ধরে। দ্বিতীয় অংশে কিছু প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে যা ইসলামের বিরুদ্ধে করে থাকে ইসলাম বিদ্বেষীরা। প্রশ্ন এবং তার উত্তরগুলো ডা. মোস্তফা মাহমুদ রচিত "A Dialogue With an Atheist" বই থেকে সংক্ষিপ্তভাবে সংকলিত। এই বইটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বই। বইটি সম্পর্কে কিছুটা জানা প্রয়োজন আপনাদের। আমি এই বইটি অনুবাদ করেছি যা "নাস্তিকের সাথে কথপোকথন"-নামে প্রকাশিত হয়েছে। বইটি মূলত ডা. মোস্তফা মাহমুদ স্যারের, তিনি তার নাস্তিক বন্ধুর যিনি ফ্রান্স থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি গ্রহণ করেছিলেন তার সাথে নাস্তিকতা নিয়ে কথপোকথনের উপর ভিত্তি করে রচিত। আজ যারা এদেশে নাস্তিকতার বিরুদ্ধে লিখছেন এবং ইসলামের বিরুদ্ধে উত্থাপিত যেসব প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন তা মূলত ডা. মোস্তফা মাহমুদ স্যারের এই বই থেকে ধার করা বা সরাসরি নকল করা। এখানে নাস্তিকদের করা প্রায় ১৭টি প্রশ্নের উত্তর কুরআন এবং উপযুক্ত যুক্তির আলোকে তিনি প্রদান করেছেন। বইটি আজ মানুষের মনে উদ্ভূত অনেকগুলো বিষয় পরিষ্কার করতে সহায়তা করবে। ডা. মোস্তফা মাহমুদ, কুরআন ও সুন্নাহর প্রত্যক্ষ রেফারেন্সসহ বিস্তৃতভাবে বর্তমান বিষয়গুলোর একটি সম্পূর্ণ বাস্তবিক সমাধান দিয়েছেন। ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ, কেনো ঈশ্বর শয়তান সৃষ্টি করেছেন? জান্নাত এবং জাহান্নাম কোথায়? কেনই বা

তিনি এসব সৃষ্টি করেছিলেন? এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ কি নিজেই কুরআনের রচনা করেছিলেন? এসব সমস্যাগুলো স্পষ্টভাবে এবং যৌক্তিকভাবে মোকাবেলা করেছেন তিনি এই বইটিতে।

"মৌলবাদী নাস্তিক" বইটির প্রথম অংশ একটু কঠিন মনে হতে পারে। তাই তাড়াহুড়ো না করে ধীরে ধীরে পড়বেন। এই বইয়ের প্রথম অংশ খুব ভালোভাবে আয়ত্ত্ব করে নিতে পারলে আপনি বুঝতে পারবেন মূলত নাস্তিকতা কি? এবং এর অসারতা।

আপনার মতামত জানাতে পারেন আমার পেইজ কিংবা ই-মেইলে
https://www.facebook.com/Kazi53413
Email: quazimac5@gmail.com

—কাজী ম্যাক

"মৌলবাদী নাস্তিক" কাকে বলে?

"মৌলবাদী নাস্তিক" এটা এমন একটি টার্ম যা হয়তো হালের নাস্তিক রিচার্ড ডকিন্স শোনার সাথে সাথেই চরম রাগান্বিত বা বিরক্তি অনুভব করবেন। ১৯১০ থেকে ১৯১৫ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত "ফান্ডামেন্টালিস্ট" নামক পুস্তিকা সিরিজের লেখকরা খুবই আন্তরিক, বুদ্ধিমান এবং চিন্তাশীল ছিলেন। তারা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছিলেন ধর্মগ্রন্থের অযৌক্তিকতা এবং উপস্থাপন করেছিলেন একটি বিকল্প পাপমোচন প্রক্রিয়া। এবং এটি করার মাধ্যমে তারা এমন একটি তত্ত্ব তুলে ধরেছিলেন যা ছিল অদমনীয় এবং চরমভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

মৌলবাদ বা ফান্ডামেন্টালিজমের অর্থ হচ্ছে "কোন তত্ত্বের মধ্যে কোন ভাবেই অস্পষ্টতা, নম্রতা বা সামান্য পার্থক্য করার কোন সুযোগ নেই। তারা বিশ্বদর্শনের পক্ষে এতোটাই গভীরভাবে আত্মবিশ্বাসের সাথে যুক্তি স্থাপন করে যেনো, তারা সম্পূর্ণভাবে সঠিক। তাই খুব সহজেই বলা যায়, "যেহেতু তারা অত্যন্ত অটল তাদের প্রদান করা ব্যখ্যার উপর। আর এটা অবশ্যই ফান্ডামেন্টালিজম শব্দটির চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তাই নিঃসন্দেহে তাদের "মৌলবাদী নাস্তিক"–আখ্যা দেয়া যেতেই পারে।

তাদের প্রচারিত তত্ত্বগুলো হলো—

১. ঈশ্বর বিশ্বাসের সাথে বিজ্ঞানচর্চা একদম বেমানান।

২. ধর্ম নিগূঢ়ভাবে ধ্বংসাত্মক। এবং

৩. নাস্তিকরা নৈতিক হতে পারে।

এ টপিকগুলো ভিন্ন ভিন্ন আলোচনার জায়গা রাখলেও ফলাফল তাদের কাছে একই। এই বিশ্বদর্শনের ব্যাখ্যাকে তারা অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সাথে সঠিক এবং ইউনিভার্সেল হিসাবে আখ্যা দিয়ে থাকে।

বর্তমান সময়ে এটা কোনভাবেই অস্বীকার করার কোন রাস্তা নেই যে নাস্তিকতা এখন একটি পারফেক্ট এবং খুবই শক্ত আইডোলজিতে রুপান্তরিত হয়েছে। এই মতবাদের অনুসারীরা দিন দিন সংখ্যায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাদের মূল এজেন্ডাই হচ্ছে পৃথিবী থেকে "ধর্ম" নামক শব্দটি মুছে ফেলা। হরহামেশাই তারা প্রচার করে বেড়ায় যে ধর্ম এক প্রকার ইল্যুশন। কিন্তু তারা নিজেরাই রয়েছে একটি বড় মাপের ইল্যুশনের মধ্যে। তারা এটা কোন যুক্তিতে কল্পনা করে যে একদিন সারা বিশ্বের মানুষ ধর্ম বর্জন করবে? এটাকে আমরা এক ধরনের ইউটোপিয়ান কনসেপ্ট বলতে পারি। এটা বুঝতে রকেট সায়েন্স জানার দরকার নেই যে, পৃথিবী কোন দিনই ধর্মহীন হয়ে পরবে না। কারণ দিন দিন স্ট্যাবলিশড ধর্মের মানুষের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারা সবসময় বলে থাকে যে ধর্মীয় স্কলাররা তাদের ঐশী কিতাবগুলোকে শ্বাশত মনে করে থাকে। হ্যাঁ, এটা অবশ্যই তারা মনে করে এবং এটা তারা কেনো মনে করে সেটার পেছনেও একগাদা যুক্তি রয়েছে। কিন্তু সেসব যুক্তি আপনাদের কাছে হাস্যকর হিসাবে পরিগণিত হয়ে থাকে। ঠিক একই যুক্তিতে আপনাদের দেয়া যুক্তিও তাদের কাছে খোড়া মনে হয়। নাস্তিকরা তাদের যুক্তির উপর সবসময় চরমভাবে অটল থাকেন। কিন্তু যখন এই একই কঠোরতা আস্তিকরা অবলম্বন করে থাকে তখনই দেখা দেয় সমস্যা।

নাস্তিকরা তাদের মতবাদকে এমনভাবে প্রচার করে যেনো তা চিরন্তন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আসলেই কি তা চিরন্তন কি না? চিরন্তন বলতে আমরা যা বুঝি তা হলো সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত অব্দি যার কোন পরিবর্তন নেই। কিন্তু যুগে যুগে নাস্তিকতার সংজ্ঞা পরিবর্তন হয়ে এসেছে। ধারণ করেছে নতুন নতুন নাম এবং পাল্টেছে তার গঠন। তাই নাস্তিক্যবাদকে আর যাইহোক চিরন্তন বলা যায় না।

যেমন, ষোড়শ শতাব্দীর দিকে নাস্তিকতা মানেই ছিল খ্রিস্টান ধর্মের বিরোধিতা করা। আবার কার্ল মার্কসের আবির্ভাবের সাথে সাথে নাস্তিক্যবাদ তত্ত্বটি একটি নতুন মোড় নেয়। মার্কসীয় চাদর থেকে বের এবং বিবর্তিত হয়ে এখন বিশ্বে নাস্তিকতার অর্থ হয়ে দাড়িয়েছে একপাক্ষিকভাবে ইসলাম ধর্মের বিরোধিতা করা। নাস্তিক্যবাদ তত্ত্বটিকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। বেশিরভাগ স্কলাররা নাস্তিক্যবাদকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। তবে অনেকেই অনেক সূক্ষ্ম গবেষণা করে এই তত্ত্বকে আরো বেশ কয়েক ভাগে ভাগ করেছেন। এর মধ্যে বিশেষজ্ঞ জর্জ এইচ স্মিথের দেয়া পার্থক্যটি সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। তিনি নাস্তিক্যবাদকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন—

১. Imlicit Atheist:

এমন ব্যক্তি যিনি কোন দিন ঈশ্বর সম্পর্কে জানেননি বা কোন অর্গানাইজড রিলিজিয়ন দ্বারা দীক্ষা প্রাপ্ত হননি। ইভেন নাস্তিকতা সম্পর্কেও জানেন না। যেমন, সদ্যজাত শিশু।

২. Explicit Atheist:

এরা হচ্ছেন এমন ব্যক্তি যিনি জেনে বুঝে ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করেছেন এবং সেই সাথে ঈশ্বর নামক কোন কিছুর অস্তিত্বেই বিশ্বাস রাখেন না।

মূলত আমাদের আশেপাশে এই ২য় টাইপের নাস্তিকদের আনাগোনাই সবচেয়ে বেশি। এই জেনে বুঝে হওয়া নাস্তিকরা আবার নানা ভাবে বিভক্ত। যেমন,

১. Gnostic Atheist
২. Agnostic Atheist
৩. Anti Theist
৪. Casual Atheist
৫. Evangelical Atheist

৬. Humanist

৭. Militant Atheist

৮. Religious Atheist

৯. Strong Atheist

১০. Weak Atheist

নাস্তিকরা প্রায় দশভাগে বিভক্ত। তবে ক্ষেত্র বিশেষে এই বিভাজন আরো বেশি হতে পারে। কিন্তু, এদিকে তারা হরহামেশাই বুলি আওরে বেড়ায় যে, "ধর্ম মানুষকে বিভক্ত করে"।

অপরদিকে এরা নিজেরাই মতাদর্শিক কোন্দলে জর্জরিত। আমরা এই বইয়ের প্রথম অংশে দর্শনের ভিত্তিতে নাস্তিক্যবাদকে ডিফেন্ড করবো। এবং পরবর্তীতে মহান এবং সত্য ধর্ম ইসলামের আলোকে তা ডিফেন্ড করবো। নাস্তিকরা খুব বেশি বড়াই করে যে দিকটা নিয়ে তা হচ্ছে ফিলোসোফিক্যাল বেজমেন্ট। এমনভাব এরা পেশ করেন যেনো দ্বীন-দুনিয়ার সকল বুদ্ধিমান লোকই নাস্তিক ছিলেন।

সভ্যতার দিক থেকে প্রথম যে সভ্যতার স্থান রয়েছে তা হলো গ্রিক সভ্যতা। এ সভ্যতা প্রথম স্থান দখল করে আছে শুধুমাত্র তাদের নানারকম মতবাদ এবং প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনার জন্য। আপনি কোনো মতবাদ নিয়ে কথা বলবেন আর সেখানে গ্রিক স্কলারদের কথা আসবে না তা অকল্পনীয়।

আমাদের দেশের প্রবীণ কিংবা নব্য নাস্তিক তারা সকলেই চরমভাবে পাশ্চাত্য দর্শন দ্বারা চরমভাবে প্রভাবিত। কথায় কথায় তারা যাদের বুলি আওরে বেড়ান তার আদতে কেউই নাস্তিক ছিলেন না। এরপরও যে কিছু সংখ্যক দার্শনিক যে অর্থে নাস্তিক ছিলেন, তাদের থেকে বর্তমানে আমাদের আশপাশে থাকা নাস্তিকদের চিন্তা-চেতনা এবং মূল্যবোধ পুরোপুরি ভিন্ন।

নাস্তিকতাবাদ এবং দার্শনিক প্রকৃতিবাদ

পাশ্চাত্য দর্শন মূলত গ্রিক দার্শনিকদের কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। এই দার্শনিকদের দু'ভাগে ভাগ করা হয়—প্রথম ভাগটি হচ্ছে—

১. প্রি-সক্রেটিস ফিলোসফার।

২. সক্রেটিক ফিলোসফার।

প্রি-সক্রেটিস ফিলোসফার বলতে সক্রেটিসের আগে যেসব দার্শনিক ছিলেন শুধুমাত্র তাদেরকে বোঝায় এমন নয়। মূলত সক্রেটিসের আগে এবং তার সমসাময়িক যেসব দার্শনিক শুধুমাত্র প্রকৃতির অস্তিত্ব নিয়ে চিন্তাভাবনা করতেন তাদেরকে বোঝানো হয়। এদেরকে বলা হয় প্রকৃতিবাদী দার্শনিক। তারা শুধুমাত্র প্রকৃতির গতিবিধি নিয়ে গবেষণা পরিচালনা করতেন।

এই পৃথিবীতে দর্শনের যাত্রা যার মাধ্যমে শুরু হয়েছিল তিনি হচ্ছেন থেলিস। যিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ৬২৫ খ্রিস্টপূর্বে। মানে বুঝতেই পারছেন তখন মুহাম্মদ ﷺ—এবং কুরআনের অস্তিত্বের কথা মানব সভ্যতা কল্পনাও করেনি। এ কথা বললাম তার কারণ হলো—এই প্রকৃতবাদী দার্শনিকরা একটি চুড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন আর তা হলো—

...শূন্য থেকে কিছুই সৃষ্টি হতে পারে না...

তারা কোন একটি মৌলিক পদার্থকে সৃষ্টির মূল হিসেবে ধরে নিয়েছিল। তাই তারা সেই মৌলিক পদার্থ নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামাতো না। তারা গবেষণা চালাতো সেই মৌলিক পদার্থ থেকে সৃষ্ট পদার্থের গতিবিধির উপর। বুঝতে একটু কষ্ট হচ্ছে তাই না। সমস্যা নেই বুঝে যাবেন—আপনি এবার মৌলিক শব্দটার যায়গায় আল্লাহ শব্দটি বসান। আমরা সবাই জানি আল্লাহর সত্তা যৌগিক নয় বরং

মৌলিক। আগেই বলেছি তারা শুধুমাত্র প্রকৃতির গতিবিধি নিয়ে গবেষণা করতো। এই পুরো কনসেপ্টটাই পবিত্র কুরআনের সাথে সরাসরি সঙ্গতিপূর্ণ।

আল্লাহ বলেছেন—

'নিশ্চয় আসমান ও জমিন সৃষ্টি এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধসম্পন্ন লোকদের জন্য। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা ও গবেষণা করে আসমান-জমিন সৃষ্টির বিষয়ে (তারা বলে), পরওয়ারদিগার, এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করোনি। সব পবিত্রতা তোমারই, আমাদের তুমি দোজখের শাস্তি থেকে বাঁচাও (সূরা আল-ইমরান: ১৯০-১৯১)

দয়াময় স্রষ্টার সৃষ্টিতে তুমি কোনো খুঁত দেখতে পাবে না, তোমার দৃষ্টিকে প্রসারিত করে দেখ, কোনো ত্রুটি দেখ কি? আবার দেখ, আবারো। তোমার দৃষ্টি তোমারই দিকে ফিরে আসবে ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে। (সূরা মুলক: ৩, ৪)

উপরের দুটি আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ স্পষ্টই ইঙ্গিত দিয়েছেন সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাবার জন্য। এবার একটু চিন্তা করুন মূসা (আ.), ঈসা (আ.) এমনকি সক্রেটিসের জন্মের প্রায় ৫০০ বছর আগে জন্মানো দার্শনিকরা যাদের হাত ধরে দর্শনের যাত্রা শুরু, তারাই বিশ্বাস করতেন সবকিছুর মূলে রয়েছে একজন। আর সেখানে এ যুগের ছদর উদ্দিন—কদর উদ্দিন এসে যদি বলে—সবকিছু আন্দাজে সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। তখন ব্যাপারটা শুধু হাস্যকর নয় বরং এটা চরমভাবে পরিত্যাজ্য। এখানে আমাদের জেনে রাখা উচিত থেলিস কোন প্রাথমিক লেভেলের দার্শনিক ছিলেন না। এই ব্যাপারটা অনুধাবন করার জন্য নিম্নে তার একটি ছোট্ট পরিচিতি তুলে ধরা হলো—

সর্বপ্রথম দার্শনিক হচ্ছেন থেলিস। তার বাড়ি ছিল এশিয়া মাইনরের এক গ্রিক উপনিবেশ মিলিটাস-এ। বহু দেশ ভ্রমণ

করেছিলেন তিনি। তার মধ্যে মিশরও রয়েছে। সেখানে তিমি একটি পিরামিডের উচ্চতা নির্ণয় করেছিলেন আর তা তিনি করেছিলেন ঠিক এমন একটি সময়ে যখন সেটার ছায়ার দৈর্ঘ্য তার নিজের ছায়ার দৈর্ঘ্যের সমান হয়ে দাড়িয়েছিল। যা ছিল তার উচ্চতার সমান। আরো বলা হয়, ৫৮৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তিনি একটি সূর্যগ্রহণ সম্পর্কে সঠিক ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন।

থেলিস মনে করতেন পানিই এই পৃথিবীর সকল জীবচক্রের উৎস। মজার ব্যাপার হলো ঠিক একই কথা কুরআনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে—

'আর প্রাণবান সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলাম পানি থেকে' (সূরা আম্বিয়া: ৩০)

এথেকেই বোঝা যায় প্রকৃত দার্শনিকদের চিন্তা-চেতনা, গবেষণার সাথে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা কোনভাবেই সাংঘর্ষিক নয়; বরং তা নতুন নতুন গবেষণার উৎস স্বরুপ। তার পরেই যে দার্শনিকের নাম আসে তিনি হচ্ছেন অ্যানাক্সিম্যান্ডার। তিনি বহুদিন গবেষনার পর একটি সিদ্ধান্তে এসেছিলেন এবং তা হলো—

"যে জিনিসটি সবকিছুর সৃষ্টির উৎস সেটাকে অবশ্যই তা সৃষ্ট জিনিস থেকে ভিন্ন হতে হবে।"

এর অর্থ হচ্ছে অ্যানাক্সিম্যান্ডার বলতে চাচ্ছেন মহান স্রষ্টার মতো কোন কিছুই পৃথিবী বা এই বিশ্ব ব্রহ্মান্ডে নেই। ঠিক একই কথা কুরআনের সূরা ইখলাসে আল্লাহ তার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—

"আল্লাহ অমুখাপেক্ষী"

"তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি"

আমরা এখন অব্দি আলোচনা করে যাচ্ছি সক্রেটিসের জন্মের আগের দার্শনিকদের নিয়ে। এ অব্দি যতটুকু আলোচনা হয়েছে এর মধ্যে তাদের দেওয়া তত্ত্বের সাথে কুরআনের কোন বক্তব্য সাংঘর্ষিক